দৈনিক খবর

তারিখ 21 SEP 1990
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

55

# মতামত

# টোকাইদের কথা, পথকলিদের কথা

'টোকাই' নামটির উদ্ভাবক দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী। নামটির সাথে ওদের কাজেরও যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। ওদেরকে আমরা 'টোকাই' বলি বা 'পথকলি'ই বলি তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। ওদের একান্ত চাওয়া শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য দু'মুঠো ভাত, সামান্যতম আচ্ছাদন। শীত নিবারণের জন্য কিছু বস্ত্র। এই টোকাইরাই যখন আমাদের সংসারে জন্মগ্রহণ করেছিল তখন কিন্তু ওরা 'টোকাই' বা 'পথকলি' হয়ে জন্মায়নি। ওরা তখন দেশের আরো দশটি সৌভাগ্যবান শিশুর মতই জন্ম নিয়ে প্রসূতি মায়ের জন্মদানের উপলব্ধিহীন যন্ত্রণাকাতর মনে বা দেহে আনন্দের বন্যা বয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি। তবে কেন আজ ওরা টোকাই? তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের শিশু। 'জন্মই যাদের আজন্ম পাপ।'

বাংলাদেশের শিশুদের দুরবস্থার কোন অন্ত নেই। নানা অবহেলার শিকার এসব শিশু। অনাহার, অশিক্ষা ও সেবা-যত্নের অভাবের মাঝেই এরা বেড়ে উঠছে। এদের ভাগ্যে মিলে না স্নেহের উষ্ণ পরশ। শুধু অবহেলা যেন তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। তাদের পরম পাওনা। এসব অবহেলিত টোকাইদের সমস্যা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এদের সমস্যা যেন হিসেবের আওতায়ই পড়ে না। বিভিন্ন তিরস্কার, ঘৃণা ও অবহেলার মধ্য দিয়ে তারা বড় হচ্ছে। ফলে আমাদের দেশে দিনে দিনে অবাঞ্ছিত ও অনাহত শিশুর সংখ্যা বেড়েই চলছে। এভাবে আমাদের জাতির আগামী প্রজন্মের অঙ্কুর বীজতলায় বিনষ্ট হলে জাতির ভবিষ্যৎ কতটুকু মঙ্গলময় বা সুখকর হবে তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। আমাদের দেশে গ্রাম থেকে শুরু করে শহর এমনকি খোদ ঢাকা মহানগরীর রাস্তাঘাটে বা জনবহুল এলাকায় এই ভাসমান টোকাইদের অবাধ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। চলমান মানুষ তথা পথচারীদের কাছে টোকাইদের সামান্যতম চাওয়া কিছু সাহায্য। অনেক পথচারী ওদের যৎ সামান্য সাহায্য করেও থাকেন। কিন্তু এ সাহায্য প্রাপ্তির পর ওদের মুখে সাময়িক হাসি ফুটলেও পরবর্তীতে তা হারিয়ে যায়। ভিক্ষে করে পাওয়া দু'চারটি টাকায় কোনদিন হয়ত ইটালিয়ান হোটেলে সামান্য খাদ্যের সংস্থান হলেও প্রতিদিন ওদের খাদ্যের সংস্থান হবেই- এমন কোন নিশ্চয়তা ওদের জীবনে থাকে না। তাই অনাহারে বা অর্ধাহারে বেশীর ভাগ দিন ওদের অতিবাহিত হয়। বর্তমানে আমাদের সমাজের যে করুণ দৃশ্য আমরা অবলোকন করছি তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ দরিদ্র্য হলে নারী ও শিশু আরো দরিদ্র হবে। আর তাদের দারিদ্র সমাজকে আরো দুর্বল করে তুলবে। আজ আমাদের দেশের টোকাইদের দিকে তাকালে জাতির ভবিষ্যৎ অমানিশার অন্ধকারের মতই দৃশ্যপটে ভেসে উঠে। বর্তমানে আমাদের দেশে অসংখ্য দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের শিশুরা জীবন বাঁচানোর জন্য কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে। নামমাত্র মূল্যে এরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে অনিশ্চিত জীবনের জন্য সাধ্যাতিরিক্ত শ্রম বিনিয়োগ করে সুন্দর ভবিষ্যৎকে পেছনে ফেলে অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমানকেই এরা মনে-প্রাণে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এদের অনেকেই আবাসিক ঠিকানাবিহীন। এরা এতিম, বিত্তহীন, ভবঘুরে। অপরিণত বয়স থেকেই অমানুষিক পরিশ্রম করতে গিয়ে অনাহার, অর্ধাহার, অপুষ্টির শিকার এসব দুর্ভাগা শিশু ক্রমশঃ জীবনীশক্তি হারিয়ে দিন দিন কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে অথবা অকাল মৃত্যুর শিকারে পরিণত হচ্ছে।

বিশ্বের দারিদ্র্য পীড়িত দেশ এই বাংলাদেশ। তবুও বর্তমান সদাশয় সরকার টোকাইদের ভাগ্যোন্নয়নে বেশ কয়েকটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই অবহেলিত ভাগ্যহীন টোকাইদের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে উদার চিন্তা-চেতনা প্রসূত একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর নাম 'পথকলি'। নামটি আমাদের দেশে এবং বিদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। পথকলিদের শিক্ষার আলো দান করার অভিপ্রায়ে স্থাপিত হয়েছে 'পথকলি বিদ্যালয়।' মধ্যাহ্ন আহারের জন্য কিছু নাস্তার ব্যবস্থাও হয়েছে। এই মহতী ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গঠন করা হয়েছে পথকলি ট্রাস্ট। মহাপুরুষগণ বলে গেছেন- যিনি মানুষকে ভালবাসেন ও সেবা করেন তিনি সর্বশক্তিমানের নৈকট্য পারেন। মানবতার সেবাই হচ্ছে সকল ধর্মের শিক্ষা। তাই আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম টোকাই থেকে পথকলিদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, তথা দু'মুঠো খাদ্যের সংস্থান করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমাজের সম্পদশালী ও দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। এই মহান উদ্যোগটি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলে অসহায় শ্রমক্লিষ্ট শিশুদের জীবনে নতুন স্বপ্নের সঞ্চার হবে। এই পথকলিদের মাঝ থেকেই হয়তোবা ভবিষ্যতে জাতি লাভ করবে গোলাপের সমাহার।

অমর সাহা
প্রধান সড়ক
মাদারীপুর।